আজকের কাগজ

তারিখ 18 SEP 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৫

6

রাজশাহী মেডিকেলে ছাত্রদলসহ সাধারণ ছাত্রদের ওপর শিবিরের হামলা।। আহত ৩০

□ রাজশাহীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তীব্র উত্তেজনা

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ গতকাল রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ছাত্রদলসহ সাধারণ ছাত্রদের ওপর শিবিরের সশস্ত্র কর্মিদের হামলায় অন্ততঃ ৩০ জন আহত হয়েছে। গুলিবিদ্ধ দু'জন। শুক্রবার রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত পৌনে এগারোটা) মেডিকেল কলেজ এবং এর আশপাশের এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনো মুহূর্তে সেখানেও সংঘর্ষ শুরু হতে পারে।

জানা গেছে, মেডিকেলের প্রধান হোস্টেলের মসজিদে নির্ধারিত ইমামের অনুপস্থিতিতে আসরের নামাজের সময় ছাত্রলীগপন্থী একজন ইমাম ইমামতি করতে উঠলে উপস্থিত শিবির কর্মিরা উক্ত ইমামের পেছনে নামাজ পড়তে অসম্মতি জানায়। এ ব্যাপারে একজন নামাজী ছাত্রদলের ২য় বর্ষের ছাত্র আব্দুল ওয়াহেদ শিবিরের প্রতিবাদ জানালে শিবির কর্মিরা নামাজ শেষে ছাত্রদল কর্মি ওয়াহেদকে মারধর করে হোস্টেল থেকে বের করে দেয়। এরপর থেকেই মেডিকেল ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শিবির বিকেল থেকেই অসংখ্য বহিরাগত ক্যাডারদের এনে হলে জড়ো করতে শুরু করে। এরপর রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে শিবির হঠাৎ করেই সাধারণ ছাত্রদের ওপর চড়াও হলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এ সময় প্রায় শ'খানেক শক্তিশালী ককটেল এবং প্রায় ৪০/৫০ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। সংঘর্ষে আহত প্রায় দশজনকে রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে আনিস উদ্দিন (৫ম বর্ষ), হাসানুজ্জামান (৪র্থ বর্ষ), রানা (২য় বর্ষ), তারেক (২য় বর্ষ), শাহিন (৫ম বর্ষ), মিল্টন (৩য় বর্ষ)। আহতদের মধ্যে হাসানুজ্জামান ও আনিস গুলিবিদ্ধ হয়েছে। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের দেহে জরুরি অস্ত্রোপচার চলছিলো। মেডিকেল সূত্রে জানা গেছে, তাদের অবস্থা আশংকাজনক। প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা ২য় বর্ষের তাবলীগ জামাতের একজন ছাত্র জানায়, শিবির কর্মিরা হোস্টেলে এখন পর্যন্ত নির্বিচারে মারপিট চালাচ্ছে। কয়েকজন তাবলীগপন্থী ছাত্রকেও মারধর করেছে বলে জানান।

এদিকে কয়েকজন এলাকাবাসী জানান, সন্ধ্যে ৭টা ৪৫ মিনিটে হঠাৎ করেই মেডিকেল ও এর আশপাশের বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং এরপর থেকেই শুরু হয় ককটেল ও গুলির শব্দ। এলাকাবাসী জানান, পুলিশ প্রায় ঘন্টা দেড়েক পরে ঘটনাস্থলে পৌছায় এবং অসংখ্য মেডিকেল ছাত্রের অনুরোধ সত্ত্বেও আটকেপড়া ছাত্রদের রক্ষার্থে মেইন হোস্টেলে যায়নি। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩ প্লাটুন পুলিশ মেডিকেল ও এর আশপাশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন রয়েছে। জানা গেছে, মেডিকেল সাধারণ ছাত্ররা অনেক আগেই বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানালেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।